ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের অলঙ্কার
রাষ্ট্র নির্মাণে অবদান রাখছে ঃ রাজ্যপাল

কামালঘাট, ২১ সেপ্টেম্বর ।।
শুধু কর্মসংস্থানমুখী গুণগত শিক্ষাপ্রদানেই এরা তাদের কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ রাখেনি। রাষ্ট্র গঠনেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার একটি অলঙ্কার। অত্যন্ত বিধিবদ্ধভাবে চলছে বেসরকারী এই বিশ্ববিদ্যালয়। এদের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। শুক্রবার দুপুরে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাজ্যপাল অধ্যাপক কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার রাজ্যপাল পদাধিকারবলে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার পরিদর্শক।

তিনি বলেন, দেশে অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যতঃ পরিবারতন্ত্র কায়েম হয়েছে। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মৃত্যু না হলে আচার্য্য বা উপাচার্য্যপদে পরিবর্তন হয় না। আচার্য্য প্রয়াত হলে উনার স্ত্রী বা পরিবারের কেউ সেই পদে বসে যান। বছরের পর বছর যাবৎ এই ব্যবস্থা চলছে। অন্যদিকে, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম করে নির্দিষ্ট সময় বাদে উপাচার্য্য এবং আচার্য্য পদে নতুন মুখ আনা হয়।

রাজ্যপাল জানান, হায়দ্রবাদস্থিত ইকফাই সোসাইটি ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার আচার্য্য পদে এমন একজন পন্ডিত ব্যক্তিকে মনোনয়ণ দিয়েছে যার পরিচিতি বিশ্বজনীন। উনার নেতৃত্বে এবং সুচিন্তিত পরামর্শে এই বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই সারাদেশের মধ্যে অগ্রণী স্থান অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে রাজ্যপাল দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক পরিচিতিসম্পন্ন রসায়ণবিদ তথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ভি এন রাজাশেখরণ পিল্লাই অতি সম্প্রতি ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার আচার্য্য হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনিই ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেব্বর্মাও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

রাজ্যপাল জানান, সকালে রাজভবন থেকে বেরিয়ে এখানে (ইকফাই ক্যাম্পাস) আসার পথে ফিশারি কলেজ ও কৃষি কলেজ দেখে খুব ভাল লাগলো। তারপর এই ক্যাম্পাসে ঢুকে আরো প্রসন্নতা পেলাম। রাজধানীর মাত্র ১৫ কিমি দূরে বিরাট জায়গা জুড়ে এতো সুন্দর ক্যাম্পাস থাকতে পারে তা আমার ধারণায় ছিলনা। পড়ুয়াদের সংখ্যাও প্রচুর। বুঝতে পারছি সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও সমানতালে অগ্রগতি হচ্ছে। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরাও এই বিশাল কর্মযজ্ঞে সাবলীলভাবে অবদান রাখছে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী এবং অন্য পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে করে রাজ্যপাল বলেন, দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার, জীবনশৈলী এবং চারিত্রিক পরিবর্তন না হলে উচ্চশিক্ষা অর্থহীন। পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী পাওয়া যায়, বিলাসবহুল জীবনযাপন করা যায় কিন্তু চরিত্রবান ভাল মানুষ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য অধ্যাপক ভি এন রাজাশেখরণ পিল্লাইও জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহনের জন্য পড়ুয়াদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

অধ্যাপক পিল্লাই জানান, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার আচার্য্যপদে মনোনয়ণ পাওয়া উনার জন্য সত্যিই গর্বের ব্যাপার। হায়দ্রাবাদের ইকফাই সোসাইটি গুণগত উচ্চশিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যেই দেশজুড়ে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। ত্রিপুরা এরমধ্যে অন্যতম। এই বিশ্ববিদ্যালয় গুণমানসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরীর মাধ্যমে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাই সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়। প্রাত্যহিক জীবন অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে। প্রকৃত শিক্ষাই জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেব্বর্মা জানান, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ণে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানোন্নয়ণে রাজ্য সরকার সম্ভাব্য সমস্ত সহযোগিতা করবে। তিনি বলেন, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যপদে অধ্যাপক ভি এন রাজাশেখরণ পিল্লাই-এর মনোনয়ণ রাজ্যবাসীর জন্য একটা বাড়তি পাওনা। উনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩৩০ ছাত্রছাত্রী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাদের হাতে ডিগ্রীর শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী ২২ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীর হাতে স্বর্ণপদক এবং শংসাপত্র তুলে দেন রাজ্যপাল অধ্যাপক কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি। বাদবাকি ছাত্রছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন রাজস্বমন্ত্রী, আচার্য্য অধ্যাপক পিল্লাই, প্রো-ভিসি অধ্যাপক বিপ্লব হালদার, রেজিষ্ট্রার ডঃ আভুলা রঙ্গনাথ এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক বিজয় লক্ষীকান্ত ধারুরকরও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতি ও অন্যান্য কর্মকান্ড নিয়ে বিস্তারিত প্রতিদেদন পেশ করেন প্রো-ভিসি অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসংস্থানমুখী গুণগত শিক্ষাব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা হবে। এব্যাপারে তিনি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী সবার সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানশেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডঃ আভুলা রঙ্গনাথ। এদিকে, আগামীকাল বিকাল ৪.৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনবরণ উৎসব শুরু হবে। উদ্বোধন করবেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা, আইন, সংসদ বিষয়ক ও পশ্চাৎপদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রতন লাল নাথ। অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন কৃষ্ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ অতুল দেব্বর্মা।

প্রেস বিবৃতি